গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.১৮৪

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

বিষয়: **২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের আগস্ট/২০২১ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার খসড়া কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে**

১.	২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচিসমূহের আগস্ট/২০২১ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৩/০৯/২০২১ তারিখে ট্রেনিং কমপ্লেক্স ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। সভায় পরিচালক (গবেষণা), পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), সকল প্রকল্প/ কর্মসূচি পরিচালক ও আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।
২.	উপস্থাপনঃ সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মুঃ মুনিরুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।
৩.	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ গত ২৫/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের কারো কোন দ্বিমত/মন্তব্য/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।
৪.	বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ
৪.১	২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প ও কর্মসূচির সকল দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারি পরিচালককে (সংগ্রহ) ধন্যবাদ জানানের পাশাপাশি মানসম্পন্নভাবে নির্দিষ্ট সময়ে সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য সংশিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ বিশেষত স্পাইরা প্রকল্পের অধীনে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, অডিটরিয়াম, শ্রমিক কলোনীসহ অন্যান্য যেসব নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেসব কাজের দেখভাল করতে ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য সংশিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করার পাশাপাশি সদ্য সমাপ্ত রাইস মিউজিয়াম সমৃদ্ধ করতে ব্রির সকল স্তরের বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন প্রায়োগিক ট্রায়াল/প্রদর্শনী/মাঠদিবস/কৃষক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য যেসব কাজে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করবেন তাদেরকে ঐসব জেলার ধান ও ধানভিত্তিক সংস্কৃতি/ঐতিহ্য এবং ধান উৎপাদনে প্রাচীন ব্যবহার্য তৈজষপত্র/উপকরণ সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে এবং প্রয়োজনে তৈজষপত্র/উপকরণসমূহ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকারকদের মাধ্যমে তৈরী করে সংগ্রহ করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া রাইস মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও দৈনন্দিন দেখভাল করার জন্য ১ জন লোক পদায়নের ব্যবস্থা করতে পরিচালক (প্রশাসন) কে আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। জুন/২০২১ এ সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের পিসিআর সেপ্টেম্বর/২০২১ এর মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। সভায় মহাপরিচালক মহোদয় স্পাইরা প্রকল্পের অধীনে নতুন স্থাপিত গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া এবং সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ল্যাব কাম অফিস ভবন, সিঙ্গেল একোমোডেশন ভবন ও তৎসংলগ্ন রাস্তা, ডিপ টিউবওয়েল, মেইন গেইট, এবং ভূগর্ভস্থ সেচ নালাসহ অন্যান্য যেসব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে সেসব কার্যক্রমের তদারকি অব্যাহত রাখতে এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে পরামর্শ/যোগাযোগ করে অবশিষ্ট কার্যক্রমের তালিকা (যেমন বীজ সংরক্ষণাগারে এসি, জলছাদ, পানি নিষ্কাশন নালা, গার্ডওয়াল, খাবার পানির সমস্যাসহ অন্যান্য কার্যক্রম) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করে রাজস্ব বাজেটের আওতায় **বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে নির্দেশ প্রদান করেন।**

৪.২	সোনাগাজী আঞ্চলিক কার্যালয়কে যান্ত্রিকীকরণ করতে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর/২০২১ তারিখে সংশিষ্টদের নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভা আঞ্চলিক কার্যালয়ে আয়োজন করতে **সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানকে** আবারও **নির্দেশ প্রদান করেন।** এছাড়া প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ জনপ্রিয় করতে ও ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি করে মেকানাইজড ভিলেজ গড়ার প্রক্রিয়া নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে, মহাপরিচালক মহোদয় প্রতিটি মেকানাইজড ভিলেজ আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে এফএমপিএচটি বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালক যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কারিগরী ও অন্যান্য লজিস্টিক সার্পোট প্রদান করবে। চলতি আমন মওসুমে সিরাজগঞ্জ ব্যতীত সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কৃষকের মাঠে ১টি সমলয় পদ্ধতিতে (Schronized Cultivation) ধান চাষাবাদের প্রদর্শনী স্থাপিত হয়েছে বলে স্ব স্ব আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান সভাকে জানান। মহাপরিচালক মহোদয় সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সমলয় পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের প্রদর্শনী স্থাপন না হওয়ার বিষয় জানতে চাইলে কার্যালয় প্রধান চারার অপর্যাপ্ততার বিষয়টি সভাকে জানান। এ প্রেক্ষাপটে মহাপরিচালক মহোদয় প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে চারা সংগ্রহ করে সমলয় পদ্ধতিতে প্রদর্শনী স্থাপন করা উচিত ছিল বলে আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানকে জানান।
৪.৩	১. বিভিন্ন মওসুমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাতগুলোর ব্লক আকারে আকারে প্রদর্শনী করতে এবং প্রদর্শনীর ফলে জাতের সম্প্রসারণ বৃদ্ধির হারের পর্যবেক্ষণ পরিচালক (গবেষণা) এর তত্ত্বাবধানে ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি পরিসংখ্যান, ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ কে অব্যাহত রাখতে এবং উপরোক্ত বিভাগসমূহকে প্রদর্শনীর ডাটাবেইস তৈরী করে পরিচালক (গবেষণা) এর নিকট সংরক্ষণ করতে মহাপরিচালক মহোদয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।
	২.প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে চলতি আউশ মওসুমে ব্রির গবেষণা মাঠে ও কৃষকের মাঠে ফসল কর্তনের সময় জাতের নাম, প্রতি হেক্টর ফলন ও আউশ মওসুমে ধান উৎপাদনে সমস্যাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্য সংগ্রহ করতে মহাপরিচালক মহোদয় সংশ্লিষ্টদের আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।
৪.৪	**প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি (এফএমপিএইচটি) বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।**
৪.৫	প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় ধানের জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য স্থানীয় ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, বিরই, রাধুনী পাগল, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন স্থানীয় জাতের গবেষণা অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সভায় গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী ধানের গবেষণা কাজের অগ্রগতি নিয়ে ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, সভাকে জানান যে, স্থানীয় জাত গুলির সাথে ক্রসিং এর মাধ্যমে Rapid Elongating উন্নত জলি আমনের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান আছে যা ১-৩ মিঃ গভীর পানিতে চাষ করা যাবে। তিনি আরও বলেন যে, Semi-Deep এলাকার উপযোগী ব্রি ধান ৯১ এর কৃষকের মাঠে স্থাপিত ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে জাতটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ জাতটির বীজ কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, জাতটির ব্রিডার বীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এছাড়া Semi-Deep ও Medium, Stagnant এলাকার উপযোগী RYT-2 এর ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি জাত/লাইন চূড়ান্তকরণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই লাইন ২টি ব্রি ধান৯১ এর চেয়ে বেশী ফলন দেবে এবং Medium Stagnant এলাকার চাষ করা যাবে। এছাড়া নওগাঁ অঞ্চলের জিরা ও কুষ্টিয়ার মিনিকেট ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় যা গবেষণা সংক্রান্ত পরবর্তী সভায় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মর্মে মহাপরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন।
৪.৬	পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং নতুন জাত উদ্ভাবন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি কসিহিকারি, হুকোরিকু এবং তাকানারি নামক জাপানী জাতের বীজ বর্ধনের কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৫. ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচি ভিত্তিক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগস্ট/২০২১ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ-

(ক) এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি'তে ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট এডিপি বরাদ্দ ৭৮০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগস্ট/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৯.৮২ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ১০.২৩% মাত্র। গত অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা। আগস্ট/২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ৫.৬৭% (১৩০.৫১ লক্ষ টাকা)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১টি প্রকল্পে মোট ৭টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগস্ট/২০২১ পর্যন্ত ৭টি দরপত্রের আহবান এবং ৫টি দরপত্রের কার্যাদেশ সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
১.উন্নয়ন প্রকল্প				
১.১ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৭টি	৪৮০.০০	৭টি	৫টি
উপমোট (প্রকল্প)	৭টি	৪৮০.০০	৭টি	৫টি
২.উন্নয়ন কর্মসূচি				
২.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ	২টি	২৯.৯০	২টি	-
২.২ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যাক্রম জোরদারকরণ স্কিম (কর্মসূচি)	৩টি	১১৪.৫০	৩টি	-
২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ	১টি	৫.৫০	১টি	-
২.৪ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ	১টি	৩১২.০০	১টি	-
২.৫ উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ	৪টি	৩৮.৫০	৪টি	-
উপমোট (কর্মসূচি)	**১১টি**	**৫০০.৪০**	**১১টি**	-
সর্বমোট (১+২)	**১৮টি**	**৯৮০.৪০**	**১৮টি**	**৫টি**

(গ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) আগস্ট/২০২১ পর্যন্ত)	আগস্ট/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	আগস্ট/২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
১. উন্নয়ন প্রকল্প					
১.১ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৭৮০.০০ (৭৮০.০০) (-)	১৯৫.০০ (২৫.০০) ১৯৫.০০ (২৫.০০) -	৭৯.৮২ (১০.২৩) ৭৯.৮২ (১০.২৩) -	**৬০.০০ (৫.০০)** **৬০.০০ (৫.০০)** -	১২.০০%
উপমোট = ১টি প্রকল্প	৭৮০.০০ (৭৮০.০০) (-)	১৯৫.০০ (২৫.০০) ১৯৫.০০ (২৫.০০) -	৭৯.৮২ (১০.২৩) ৭৯.৮২ (১০.২৩) -	**১৩০.৫১ (৫.৬৭)** **১৩০.৫১ (৫.৬৭)** -	-
২. উন্নয়ন কর্মসূচি					

২.১ বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ (মোট বরাদ্দ- ৯০৬.০০ লক্ষ টাকা)	৩৭.৯০ (৩৭.৯০) (-)	৯.৪৭৫ (২৫.০০) - -	২.০০ (৫.২৮) ২.০০ (৫.২৮) -	- - -	৮.০০%
২.২ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যাক্রম জোরদারকরণ (মোট বরাদ্দ- ৫৮৪.৫০ লক্ষ টাকা)	১১৪.৫০ (১১৪.৫০) (-)	২৮.৬২৫ (২৫.০০) - -	০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০) -	- - -	৭.০০%
২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (মোট বরাদ্দ- ১৮১.৩০ লক্ষ টাকা)	১০০.৯০ (১০০.৯০) (-)	২৫.২২৫ (২৫.০০) - -	১১.০০ (১০.৯০) ১১.০০ (১০.৯০) -	- - -	১২.০০%
২.৪ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ (মোট বরাদ্দ- ৫৪৬.৯০ লক্ষ টাকা)	৩১৭.৯০ (৩১৭.৯০) (-)	৩১৭.৯০ (২৫.০০) - -	১.০০ (০.৩১) ১.০০ (০.৩১) -	- - -	৮.০০%
২.৫ উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (মোট বরাদ্দ- ৪২২.০০ লক্ষ টাকা)	২২২.০০ (২২২.০০) (-)	২২২.০০ (২৫.০০) - -	১৭.৬৯ (৭.৯৭) ১৭.৬৯ (৭.৯৭) -	- - -	১০.০০%
উপমোট = ৫টি কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ২৬৪০.৭০ লক্ষ টাকা)	৭৯৩.২০ (৭৯৩.২০) (-)	১৯৮.৩০ (২৫.০০) - -	৩১.৬৯ (৪.০০) ৩১.৬৯ (৪.০০) -	১.০০ (০.০৮) ১.০০ (০.০৮) -	-
৩. রাজস্ব বাজেট					
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৫০৮.৯৭ ১০৫০৮.৯৭ (-)	২৭৮৮.৮১(২৬.৫৩) ২৭৮৮.৮১(২৬.৫৩) -	১৬৫৮.৬৫(১৫.৭৮) ১৬৫৮.৬৫(১৫.৭৮) -	১৫৯৮.৩২(১৪.৩২) ১৫৯৮.৩২ (১৪.৩২) -	২০.০০%
উপমোট	১০৫০৮.৯৭ ১০৫০৮.৯৭ (-)	২৭৮৮.৮১(২৬.৫৩) ২৭৮৮.৮১ (২৬.৫৩) -	১৬৫৮.৬৫ (১৫.৭৮) ১৬৫৮.৬৫ (১৫.৭৮) -	১৫৯৮.৩২ (১৪.৩২) ১৫৯৮.৩২ (১৪.৩২) -	-
সর্বমোট (১+২+৩)	**১২০৮২.১৭** **১২০৮২.১৭** **(-)**	**২৭৮৮.৮১ (২৩.০৮)** **২৭৮৮.৮১ (২৩.০৮)** -	**১৭৭০.১৬ (১৪.৬৫)** **১৭৭০.১৬ (১৪.৬৫)** -	**১৭২৯.৮৩ (১১.৮১)** **১৭২৯.৮৩ (১১.৮১)** -	-

ঘ) বিবিধ

১. নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন:

প্রকল্পের নাম: Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of BRRI (TRB-BRRI)প্রকল্পের মেয়াদ কাল: ১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ (৪ বছর), প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৩৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা (তেত্রিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র), ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বরাদ্দ ৬২৬.১৭ লক্ষ টাকা, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আগস্ট/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় ১৩৫.২৮ লক্ষ টাকা (২১.৬০%), প্রকল্পের শুরু থেকে আগস্ট/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১১৮৪.৮২ লক্ষ টাকা (৩৫.২২%)।

৬. সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	১.১ চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির সকল কার্যক্রম মানসম্পন্নভাবে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ/ নির্বাহী প্রকৌশলী
	১.২ জুন/২০২১ এ সমাপ্ত সকল প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের পিসিআর সেপ্টেম্বর/২০২১ এর মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ
	১.৩ সদ্য সমাপ্ত রাইস মিউজিয়াম সমৃদ্ধ করতে ব্রির সকল স্তরের বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন প্রায়োগিক ট্রায়াল/প্রদর্শনী/মাঠদিবস/কৃষক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য যেসব কাজে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করবেন তাদেরকে ঐসব জেলার ধান ও ধানভিত্তিক সংস্কৃতি/ঐতিহ্য এবং ধান উৎপাদনে প্রাচীন ব্যবহার্য তৈজষপত্র/উপকরণ সংগ্রহ করবে এবং প্রয়োজনে তৈজষপত্র/উপকরণসমূহ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকারকদের মাধ্যমে তৈরী করার উদ্যেগ গ্রহণ করবে।	বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণসহ সকল বিজ্ঞানী
২.	২.১ সোনাগাজী আঞ্চলিক কার্যালয়কে যান্ত্রিকীকরণ করতে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর/২০২১ তারিখে সংশিষ্টদের নিয়ে আঞ্চলিক কার্যালয়ে একটি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান
	২.২ প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ জনপ্রিয় করতে ও ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি করে মেকানাইজড ভিলেজ গড়তে হবে। “মেকানাইজড ভিলেজ” কার্যক্রমটি প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করতে হবে। উক্ত কার্যক্রমটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে এফএমপিএচটি বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালক যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কারিগরী ও অন্যান্য লজিস্টিক সার্পোট প্রদান করবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ
	২.৩ চলতি আমন মওসুমে প্রত্যেকটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কৃষকের মাঠে ১টি সমলয় পদ্ধতিতে (Schronized Cultivation) ধান চাষাবাদের প্রদর্শনী স্থাপন করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান
৩.	৩.১ বিভিন্ন মওসুমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাতগুলোর ব্লক আকারে আকারে প্রদর্শনী করতে হবে এবং প্রদর্শনীর ফলে জাতের সম্প্রসারণ বৃদ্ধির হারের পর্যবেক্ষণ পরিচালক (গবেষণা) এর তত্ত্বাবধানে ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি পরিসংখ্যান, ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ কে অব্যাহত রাখতে এবং উপরোক্ত বিভাগসমূহকে প্রদর্শনীর ডাটাবেইস তৈরী করে পরিচালক (গবেষণা) এর নিকট সংরক্ষণ করতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা), ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি পরিসংখ্যান, ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
	৩.২ প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে চলতি আউশ মওসুমে ব্রির গবেষণা মাঠে ও কৃষকের মাঠে ফসল কর্তনের সময় জাতের নাম, প্রতি হেক্টর ফলন ও আউশ মওসুমে ধান উৎপাদনে সমস্যাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	সকল প্রধান/আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান
৪.	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ
৫.	৫.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ধানের স্থানীয় জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, রাধুনী পাগল, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন জাতের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় জাত পেলে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা স্থানীয় জাতগুলো ক্রসিং করে আরও উন্নতমানের ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ

	৫.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ, সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকুড়ি, ফরিদপুরের খইয়া মটর এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়া অন্যান্য সংগ্রহত্তোর স্থানীয় জাতসমূহ থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা সংরক্ষণের পাশাপাশি এসব জাতসমূহের আলোক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ
	৫.৩ কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে মিনিকেট জাতীয় ধান এবং নওগাঁ অঞ্চল থেকে জিরা ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৬.	৬.১ বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
	৬.২ কসিহিকারি, তাকানারি ও হকোরিকু জাতের বীজ বর্ধন কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৭.	**‘উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ’ কর্মসূচির আওতায় বরিশাল ও খুলনা জেলায় এবং রাজস্ব খাতের আওতায় নোয়াখালী জেলায় কর্মশালার আয়োজন করতে হবে, যেখানে ডিএই ও বিএডিসি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। প্রয়োজনে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সদস্যরা থাকতে পারেন।**	সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি পরিচালক
৮.	**প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে উৎপাদিত ও বিতরণকৃত ব্রিডার বীজ এবং মানসম্পন্ন বীজের তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।**	**পরিচলক (গবেষণা), বিভাগীয় প্রধান,জি আর এস বিভাগ এবং সকল আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ**

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তিঘোষণা করেন।

৪-১০-২০২১
ড. মো: শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ্যাক্স: ৪৯২৭২০০০
ইমেইল: dg@brri.gov.bd

সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ, বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/শাখা প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, ব্রি।

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.১৮৪/১(৩)

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (চলতি দায়িত্ব), প্রশাসন উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
২) ব্যক্তিগত সহকারী , গবেষণা উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩) মহাপরিচালকের একান্ত সচিব , মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

৪-১০-২০২১
মুঃ মুনিরুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার